যুগান্তর

জাফর ইকবালকে হত্যাচেষ্টা

শাবি ক্যাম্পাসে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত * শঙ্কামুক্ত জাফর ইকবাল -চিকিৎসক * হামলাকারী আটক, অন্যজন মোটরসাইকেলে পালিয়েছে * এক পুলিশ আহত * ঢাকায় সিএমএইচে স্থানান্তর * পাঁচ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন

প্রকাশ : ০৪ মার্চ ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

সিলেট ব্যুরো ও শাবি প্রতিনিধি

জনপ্রিয় লেখক অধ্যাপক ড. জাফর ইকবালকে সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। ক্যাম্পাসের মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠানের সময় হামলাকারীরা পেছন থেকে জাফর ইকবালের মাথায় তিন দফা উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে। এছাড়া পিঠে এবং বাম হাতেও আঘাত করা হয়। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে দ্রুত সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হামলার সঙ্গে জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে। অন্যজন মোটরসাইকেল নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই তাকে সিলেট থেকে ঢাকার সিএমএইচে আনা হয়। তার চিকিৎসায় পাঁচ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। রাতে সিএমএইচের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট মো. সমীর উদ্দিন যুগান্তরকে জানান, রাত ১২টা ১০ মিনিটে জাফর ইকবালকে সিএমএইচে আনার পর তাকে ইমার্জেন্সি বিভাগে ভর্তি করা হয়।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ড. জাফর ইকবালকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে দ্রুত ঢাকার সিএমএইচে আনার নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এহসানুল করিম। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিকভাবে জাফর ইকবালের চিকিৎসার খোঁজখবর রাখছেন। এ ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাসহ সামাজিক সাংস্কৃতিক দলের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এদিকে শিক্ষকের ওপর হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। হাসপাতালেও ভিড় করেন তারা। ঘটনার পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়েছে।

এদিকে এ হামলার সঙ্গে জঙ্গি সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে সিলেটে যাচ্ছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) একটি দল। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিটিটিসির উপকমিশনার মহিবুল ইসলাম।

উপস্থিত শিক্ষার্থীরা জানান, হামলার সময় জাফর ইকবালের পাশে চার সদস্যের নিরাপত্তারক্ষীও ছিলেন। পুলিশ দাবি করেছে, হামলাকারীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাদের এক সদস্যও আহত হয়েছেন। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র আবদুল ওয়াহাব বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, হামলার পরপরই হামলাকারী যুবককে আটক করা হয়। সিলেটের জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ার যুগান্তরকে বলেন, রাত পৌনে ১০টায় ড. জাফর ইকবালকে অ্যাম্বুলেন্সে ওসমানী মেডিকেল থেকে ওসমানী বিমানবন্দরে নেয়া হয়। সেখান থেকে বিমানবাহিনীর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। রাত ১০টায় ওসমানী হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. একে মাহবুবুল হক সাংবাদিকদের জানান, 'ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল শঙ্কামুক্ত। তার মাথায় দুটি, পিঠে একটি ও বাম হাতে একটি আঘাত রয়েছে। ফলে কিছুটা রক্তক্ষরণ হয়েছে।

শনিবার বিকালে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দু'দিনব্যাপী ইইই ফেস্টিভালের 'রোবো ফাইট' চলার সময় ড. জাফর ইকবালের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যান্ডবল গ্রাউন্ডের পাশে মুক্তমঞ্চে অন্যান্য শিক্ষক ও অতিথিদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন তিনি। শাবিপ্রবির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান খান সাংবাদিকদের বলেন, ফেস্টিভালে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক জাফর ইকবাল। অন্যদের সঙ্গে নিয়ে বসেছিলেন মুক্তমঞ্চে। ২৪-২৫ বছরের হালকা দাড়িওয়ালা এক যুবক আচমকা পেছন থেকে তার মাথায় ছুরিকাঘাত করে। তার পিঠে ও বাম হাতেও আঘাত লাগে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে পুলিশের একই মাইক্রোবাসে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়।

ড. জাফর ইকবালের সহকর্মী কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম জানান, আমি স্যারকে 'চলেন স্যার আমরা উঠি' বলায় তিনি ওঠার জন্য সামনের দিকে ঝোঁকেন। এ সময় তার পেছন থেকে আঘাত করা হয়। খুব সম্ভবত হামলাকারীরা স্যারের ঘাড়ে আঘাত করতে চেয়েছিল কিন্তু সামনের দিকে ঝুঁকে যাওয়ায় গুরুতর আঘাত থেকে রক্ষা পান। অন্যদিকে প্রথম ছুরি ব্যর্থ হলেও হামলাকারী দ্বিতীয়বার আঘাতের চেষ্টা চালালে তা রুখে দেন ড. জাফর ইকবালের পেছনে থাকা পুলিশ কনস্টেবল মো. ইব্রাহিম। হাত দিয়ে ফেরালে এ সময় ছুরিটি তার হাতে প্রবেশ করে। পরে আশপাশের সবাই হামলাকারীকে বেধড়ক পিটুনি দেয়। ড. জাফর ইকবাল ও পুলিশ সদস্যকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী এক শিক্ষার্থী জানান, দুই হামলাকারীর একজনকে ধরতে পারলেও অন্যজন মোটরসাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে হামলাকারীকে বেধড়ক পিটুনির পর তাকে উদ্ধার করে একাডেমিক ভবনের ভেতরে নিয়ে যায় পুলিশ ও শিক্ষকরা। শিক্ষার্থীরা এ বিল্ডিং ঘেরাও করে রাখায় ভেতরেই তার চিকিৎসা দেয়া হয়। গুচ্ছ দাড়ির এ হামলাকারীর পরনে কালো টি-শার্ট ও জিন্সের প্যান্ট রয়েছে। পুলিশ এলেও হামলাকারীকে নিয়ে যেতে দেয়নি শিক্ষার্থীরা। রাত সাড়ে ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হামলাকারীকে এ বিল্ডিংয়ের ভেতরেই আটকে রেখেছেন তারা।

এদিকে রাতে সিএমএইচে জাফর ইকবালকে দেখতে যান আইজিপি ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী।

ছাত্রদের উত্তেজিত না হওয়ার আহ্বান : ড. জাফর ইকবাল আহত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত জাফর ইকবালকে হাসপাতালে নেয়ার সময় তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'আই এম অলরাইট, তোমরা উত্তেজিত হয়ো না।' এ সময় তার মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে মুখ ও শার্ট ভিজে যাচ্ছিল। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শী নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নওশাদ সজীব এ তথ্য দেন। জালালাবাদ থানার ওসি শফিকুর রহমান দাবি করছেন, এ ঘটনায় পুলিশ তৎপর ভূমিকা পালন করেছে। জাফর ইকবালকে উদ্ধার করতে একজন পুলিশ সদস্য আহত হন।

হামলাকারীও হাসপাতালে : রাত ৯টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সে হামলাকারীকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। তখন পর্যন্ত তার জ্ঞান ফেরেনি। নাম-পরিচয়ও জানা যায়নি। সিলেট মেট্রোপলিটন এডিসি (দক্ষিণ) জ্যোতিময় সরকার তপু জানান, আমরা তাকে চিকিৎসা দিয়ে তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করব। হামলাকারীদের ধরতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

হুমকিতে ছিলেন জাফর ইকবাল : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং তার স্ত্রী প্রফেসর ড. ইয়াসমিন হককে ২০১৬ সালের ১৩ অক্টোবর হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছিল। মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) নামে তাদের হুমকি দেয়া হয়। পরের দিন ১৪ অক্টোবর এ ব্যাপারে সিলেটের জালালাবাদ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন তারা। জিডি নং-৫৯২ (১৪-১০-২০১৬)। এর পর থেকে তাদের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। এ ব্যাপারে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, ১৩ অক্টোবর দিনগত রাতে রাজধানীর বনানীর ডিওএইচএসে অবস্থান করছিলেন ড. জাফর ইকবাল দম্পতি। মধ্যরাতে একই নম্বর থেকে পৃথকভাবে তাদের মোবাইল ফোনে এসএমএস দেয়া হয়। প্রথম এসএমএস আসে রাত ১২টা ১৭ মিনিটে ইয়াসমিন হকের মোবাইলে। তাতে ইংরেজিতে লেখা ছিল- 'Welcome to our nwe top list! Your breath may stop at aûtime.'-ABT।' পরের এসএমএসটি পাঠানো হয় ড. জাফর ইকবালের মোবাইল ফোনে রাত ২টা ৩০ মিনিটে। সেখানে লেখা হয়, 'Hi unbeliever! we will strangulate you soon.'

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মোবাইল নম্বর থেকে আসা এ দুটি এসএমএসকে জীবনের হুমকি মনে করে তারা থানায় (জিডি) অভিযোগ করেন। এর আগে একইভাবে শুধু ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছিল।

সেতুমন্ত্রী : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এক বিবৃতিতে বলেন, মুহম্মদ জাফর ইকবালকে হত্যার উদ্দেশ্যে কাপুরুষোচিতভাবে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তিনি বলেন, তার মতো শ্রদ্ধাভাজন দেশবরেণ্য শিক্ষকের ওপর এ ধরনের হামলা দেশে অশুভ শক্তির অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির ইঙ্গিত বহন করে। তিনি গ্রেফতার যুবকসহ এই ন্যক্কারজনক ঘটনার নেপথ্যে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশের মহাপরিদর্শকের সঙ্গে কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী : আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম হামলার সঙ্গে জড়িত মূল হোতাদের দ্রুত খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। তিনি অধ্যাপক জাফর ইকবালের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং হাসপাতালের পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদকে তার সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখার জন্য নির্দেশ দেন তিনি।

আইনমন্ত্রী : এক বিবৃতিতে হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, জাফর ইকবালের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তথ্যমন্ত্রী : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি ও তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এক বিবৃতিতে এ হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। আটক যুবকসহ জড়িত অন্যদের আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি জাফর ইকবালের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিএনপি : জাফর ইকবালের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাকে একটি চক্রান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে বিএনপি। সন্ধ্যায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সিনিয়র নেতাদের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ হামলার নিন্দা জানান। তিনি বলেন, তার (অধ্যাপক জাফর ইকবাল) ওপর হামলার ঘটনায় আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা কখনই এ ধরনের সন্ত্রাসের পক্ষে নই। যারা দেশে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায় এটা তাদেরই চক্রান্ত।

জাবি জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম : জাবি প্রতিনিধি জানান, হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম। শনিবার সন্ধ্যায় ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শামছুল আমল সেলিমের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান তারা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : ইবি প্রতিনিধি জানিয়েছেন, হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন শাপলা ফোরাম। আওয়ামী-প্রগতিশীল এ শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ নিন্দা জানানো হয়।

মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি : তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি পরিবার। শনিবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই নিন্দা ও ক্ষোভ জানানো হয়। ড. জাফর ইকবাল মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য।

বাংলাদেশ প্রগতি লেখক সংঘ : হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রগতি লেখক সংঘ। এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জাফর ইকবালের সুচিকিৎসারও আহ্বান জানায়।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ : ঢাবি প্রতিনিধি জানান, হামলার প্রতিবাদে শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। শনিবার সন্ধ্যায় শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে তারা এ বিক্ষোভ মিছিল করে। গণজাগরণ মঞ্চ, সচেতন নাগরিক সমাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিভিত্তিক সামাজিক সংগঠন স্লোগান একাত্তর, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী আলাদা আলাদা বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এ সময় তারা জাফর ইকবালের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। হামলার প্রতিবাদে গণজাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে আজ বিকাল ৪টায় শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেন মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার। এদিকে যুগান্তরের সিলেট ব্যুরো জানায়, সিলেট নগরীতেও বিক্ষোভ মিছিল করেছে গণজাগরণ মঞ্চ।

এদিকে ঘটনার প্রতিবাদ ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সোমবার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রতিবাদী মানববন্ধনের ডাক দেয় সংগঠনটি। এছাড়া হামলার প্রতিবাদে 'সচেতন নাগরিক সমাজ'র ব্যানারে বিক্ষোভ করেছেন লেখক, শিল্পী ও সাংবাদিকরা।

কে এই হামলাকারী? : জাফর ইকবালের ওপর হামলাকারীর নাম ফায়জুর রহমান ওরফে ফায়জুল (২৪)। তার পরিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পাশে কুমারগাঁওয়ের শেখপাড়ায় থাকে। তবে তার আসল বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে। ঘটনার পর শনিবার সন্ধ্যায় শেখপাড়ার বাসাটিতে গিয়ে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাসায় তালা দেয়া ছিল। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ফয়জুলের পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে চলে যেতে দেখেছেন। তারা কোথায় যাচ্ছেন জানতে চাইলে বলেন, মেডিকেলে যাচ্ছি।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৮৪১৯২১১-৫, রিপোর্টিং : ৮৪১৯২২৮, বিজ্ঞাপন : ৮৪১৯২১৬, ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৭, সার্কুলেশন : ৮৪১৯২২৯। ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৮, ৮৪১৯২১৯, ৮৪১৯২২০

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।